গাংনীতে করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে আলী শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার বিকালে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আলী শাহ নওদা মুটমুড়া গ্রামের বক্কর শাহ’র ছেলে।

গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, করোনা উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। লাশ গাংনীতে আসার পর স্বাস্থবিধি মেনে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ভৈরবে ডুবে যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের ভৈরব নদে পানিতে ডুবে রুহুল নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার শহরের শেখপাড়ায় ভৈরব নদে এ ঘটনা ঘটে। মৃত রুহুল মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার মুনছুর আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ভৈরব নদে সাঁতার কেটে অপর পাড়ে যাওয়ার পথে কচুরিপানাতে আটকিয়ে তার মৃত্যু হয়। রুহুলসহ আরও দুইজন একসাথে সাতার কাটতে নামে অন্য দুইজন পার হতে পারলেও রুহুল পারেনি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, পানিতে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আমরা লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন ও সার বীজ বিতরণ

বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কুষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের গাংনীতে সবজি বীজ ও চারা বিতরন এবং কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে গাংনীর জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন,উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কেএম শাহাবৃুুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতি ইঞ্চি জমির ব্যাবহার ,পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি-পুষ্টি বাগান স্থাপন নিশ্চিত করণের আওতায় কৃষি সম্প্রাসরণ আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষি ভিত্তিক ১০ টি স্টল সাজানো হয়েছে ।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। ২২ জুন সোমবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ২৫ টি প্রাপ্ত

রিপোর্ট এর মধ্যে ৬ টি পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে সদরে ৩ জন গাংনীতে ১ জন মুজিবনগরে ১ জন ও ১টি ফলোআপ পজিটিভ।

করেনা পজিটিভ ব্যক্তিরা হলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এমএলএসএস আব্দুর রশিদ, পুলিশ সদস্য সেলিম মিয়া, হামিদুল হক, গাংনীর তেরাইল গ্রামের পূর্বপাড়ার আবেদা সুলতানা, মুজিবনগরের গোপালনগর গ্রামের মামুনুর রশীদ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরে নতুন করে ৬ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছে। এর মধ্যে একটি ফলোআপ। সেই সাথে আজ সোমবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ জনের।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণার দায়ে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি জরিমানা

মেহেরপুরে সিগারেটের প্রচারণার দায়ে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার সকালে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর ঢাকা টোবাকো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির অফিসে অভিযান চালানো হয়। এসময় ধারাবাহিকভাবে প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন সম্বলিত লিফলেট, স্টিকার, ডিসপ্লে বোর্ড, ব্যানার দোকানে দোকানে সরবরাহ ও প্রচারে উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগে সাম্যবাদ ভারতবর্ষ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক এর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ধুমপান ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ৫(১)(ক) ধারার অপরাধে দোষ স্বীকারোক্তি সাপেক্ষে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন

সম্বলিত মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

জগৎ সংসারের শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝে যার একটু সান্ত্বনা আর অনুপ্রেরণা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয়, দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যিনি মাথার উপর ছাঁয়া হয়ে দাড়াঁন তিনিই হলেন পিতা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, এই দরজাকে ধ্বংস করে দিতে পার। অথবা এই দরজাকে রক্ষা করতে পার। (তিরমিযী)

ইসলামে পিতার আনুগত্য ও মর্যদার প্রতি খেয়াল রেখে সদ্ব্যবহার ও আদব রক্ষা করে চলা সন্তানের উপর অপরিহার্য।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের অবস্থা দেখুন! তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় দেখতেন যে, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন। এবং তার যেমন ইচ্ছা হয় নাক, কান, চোখ এবং দেহাবয়ব কাটেন, ফুটা করেন এবং জোড়া লাগান। তারপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। তাহলে, এগুলো কি খোদা হতে পারে? কিম্বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না, এরপর নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ দিলেন।

আর মূর্তি পুজার বিপক্ষে যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের সথে তাঁর পিতার বির্তক হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাকে বললেন, কুরআনের ভাষা: ‘ইব্রাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।’(সুরা মরইয়াম; ৪৬)

এমন কঠোর ও মনোবেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইব্রাহীম

আলাইহিসসাল্লাম পিতার সম্পর্কের মর্যদা রক্ষা করে বলেছেন যে, কুরআনের ভাষা: ‘আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহ, তিনি আমার প্রতি সতিশয় দয়াবান।’(সুরা মরইয়াম; ৪৭)

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে

বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

মেহেরপুরের শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দীকির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ভাবিকে মারধর ও শ্লিলতাহানী করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ভাবি তহমিনা খাতুন বাদি হয়ে ১৬ জুন ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন, যার নাম্বার ২১। আসামী গোলাম সিদ্দিকী ঝিনাইদহ পৌরসভার বড় খাজুরাপাড়ার মৃত ছাদেক আলী মন্ডলের ছেলে। তিনি বর্তমান মেহেরপুরে শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন।

মামলার এজাহারে খাজুরা মাঝেরপাড়া গ্রামের খসরু হোসেনের স্ত্রী বাদী তহমিনা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, গত ১৫ জুন তার দেবর রোকন আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। ওই দিন নামাজে জানাযা পড়ান তার নাতী ছেলে হাফেজ রাওফুল ইসলাম রাব্বি। দাফন শেষে আসামী গোলাম সিদ্দিকী লোকজনের সামনে উত্তেজিত হয়ে কেন তার ভাইয়ের জানাযা রাব্বি পড়ালো এ নিয়ে হৈচৈ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাব্বির পিতা মুক্তার হোসেন মুক্তোর সাথে এ নিয়ে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়।

এক পর্যায়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে গোলাম সিদ্দিকী বাদীসহ তার নাতী ছেলে হাফেজ রাব্বি ও পুত্রবধু সালমা খাতুনকে মারধর করে। আহত হয়ে তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। এ সময় বাদীর কাপড় খুলে শ্লিলতাহানী ঘটানোর চেষ্টা করে।

তবে এ অভিযোগ ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে গোলাম সিদ্দীকি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তাদের নামে ১৬ জুন মামলা আমি প্রথমে করি, যার নাম্বার ২০। আমার করা মামলার কাউন্টার হিসেবে তারা মামলাটি করেছে। আমাদের পারিবারিক বিরোধ

হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু সেই বিরোধে আমি আহত হয়েছি। তহমিনা খাতুন মামলা থেকে বাচতে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই হাফিজুর রহমান জানান, এটা একটি পারিবারিক বিরোধ এতে উভয় পক্ষই মামলা করেছে। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে। ঘটনার পর থেকেই সবাই পলাতক রয়েছে।

গাংনীতে কথিত দন্ত চিকিৎসকের ভূল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দিতে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানের কাছে ৬টি দাঁত তুলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে নাসির উদ্দীন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। নাসির শেখ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখ পাড়ার মৃত মহির উদ্দীন শেখের ছেলে।

নাসির উদ্দীনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২রা জুন বামন্দি মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকে নাসির উদ্দীনের ৬টি দাঁত তোলা হয়। এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে তার শরীরে রক্তশূণ্য দেখা দিলে রক্ত দেওয়া হয়। তারপরও শরীরের রক্ত ঘাটতির কারনে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর থেকে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের মালিক কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানুর রহমান পলাতক রয়েছে।

মিজানের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মো: ওবাইদুর রহমান জানান, কথিত চিকিৎসক মিজান পলাতক রয়েছে। তবে নাসির উদ্দীনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে আফেল আলী (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১ টায় গাংনী হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আফেল আলী সাহারবাটি বাজার পাড়ার আব্দুল মতিনের ছেলে। তিনি পেশায় মৌসুমি ফল ও সবজী ব্যবসায়ী ছিলেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে আফেল আলীকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় রেফার্ড করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান,আফেল আলীকে গাংনী হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যায়। শ্বাসকষ্ট ও সর্দি জ্বর থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। দাফন কাফনের বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা করবে।

আফেল আলীর ছোট ভাই কফেল আলী জানান, তার ভাইয়ের শ্বাসকষ্ট,সর্দি জ্বর ও হার্টের সমস্যা ছিলো। সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনিত হলে এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা নেওয়ার পথে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব বাজার এলাকা পার হওয়ার সময় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। পরে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যদের দাফন কাফনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া নমুনা সংগ্রহের ফলাফল পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের আশরাফপুরে মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলী ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

শনিবার রাতে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন । রবিবার সকালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার লাশ দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল (৯৪) বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

সদর উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন রাষ্ট্রেরপক্ষ সালাম গ্রহণ করেন। এছাড়া ও উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দিন আহমেদসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।